পি. এম, প্রোডাকসন্সের
সৃষ্টি ছাড়া
পরিচালনা গুরু বাগচী সুর কালীপদ সেন

পি, এম, প্রোডাকসন্সের নিবেদন

স্থষ্টিছাড়া

প্রযোজনা ঃ রমেন ভট্টাচার্য ও প্রভাস মল্লিক । চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ গুরু বাগচী
কাহিনী ঃ দুর্গা লাহিড়ী। সঙ্গীত পরিচালনা ঃ কালীপদ সেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত তত্ত্বাবধানে ঃ
অরবিন্দ বিশ্বাস। আলোকচিত্র পরিচালনা ঃ বিজয় দে । চিত্রগ্রহণ ঃ শান্তি দত্ত। সম্পাদনা ঃ কমল
গাঙ্গুলী। নির্দেশনা ঃ বিজয় বসু। শব্দগ্রহণ ঃ রবীন সেনগুপ্ত, ইন্দু অধিকারী। সঙ্গীতগ্রহণ ঃ শ্যামসুন্দর
ঘোষ। পুণঃ শব্দযোজনা ঃ জ্যোতি চ্যাটার্জী। ব্যবস্থাপনা ঃ শৈলেন দাস। পরিচয় লিখন ঃ দিগেন
ষ্টুডিও। প্রচার অঙ্কন ঃ পালিত। রূপসজ্জা ঃ মনতোষ রায়। সাজসজ্জা ঃ শের আলি ও সরযুলাল
দৃশ্যাঙ্কন ঃ বলরাম ও নবকুমার। স্থিরচিত্র ঃ ষ্টুডিও বলাকা। কেশ-সজ্জা ঃ দি মেক আপ।
পরিকল্পনা ঃ কল্যাণ কুমার এবং অশোক রায়। প্রচার পরিকল্পনা ঃ ধীরেন মল্লিক।

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে কবিগুরুর গান। নেপথ্য কণ্ঠে ঃ
পুরবী দত্ত, বীথিন ব্যানার্জী, অরবিন্দ বিশ্বাস, দীপ্তি বিশ্বাস, অনুত্তম বিশ্বাস।

: সহকারীবৃন্দ :

সহযোগী ব্যবস্থাপনা ঃ ভবানী ব্যানার্জী। সহযোগী সঙ্গীত পরিচালনা ঃ শৈলেশ রায়। নৃত্য সহ-
যোগীতা ঃ ইণ্ডিয়ান ড্যান্স টেম্পল। সহযোগী পরিচালনা ঃ বুল্টু পালিত। পরিচালনা ঃ দীপরঞ্জন বসু
সম্পাদনা ঃ অনিল দাস। চিত্রগ্রহণ ঃ স্বপন নায়েক, বরুণ সাহা ও কেষ্ট মণ্ডল। শিল্প নির্দেশনা ঃ
সতীশ মুখার্জি। শব্দগ্রহণ ঃ দুলাল দাস, পাঁচু মণ্ডল। রূপসজ্জা ঃ পাঁচু দাস। সঙ্গীত ও শব্দ পুণঃ
যোজনা ঃ ভোলানাথ সরকার ও পাঁচুগোপাল ঘোষ। ব্যবস্থাপনা ঃ সুকুমার বসু, বিশ্বনাথ দে এবং
সুরেন মাকাল। আলোক সম্পাত ঃ তপন, অভিমন্যু, সুধীর, সুদর্শন, অবনী, দিলীপ, খাঁদু। দৃশ্যপট
সংযোজনা ঃ সুধীন, গুপী, কেবলরাম, ধূপনারায়ণ, সুনীল, রামধনি, মনি, ষষ্ঠী, পরেশ, কালীরাম,
শিবরাজ, রাম রাউত, শান্তি, কান্তি, যতীন, রমেন।

: কৃতজ্ঞতাস্বীকার :

অরুণ কুমার অশোক চক্রবর্তি, প্রদীপ কুমার স্যাণ্ডেল, রণেন সেনগুপ্ত, সত্য দেব, মানু সিনহা,
(মিণ্টু), পরেশ মিত্র, শশাংক চক্রবর্তি, রমাপ্রসাদ সরকার, অনিমা সরকার, নবকুমার মণ্ডল, সুবোধ
চন্দ্র বেরা, জয়ন্ত দাস, ম্যাসাঞ্জোর ইরিগেসন ক্লাব, ডি,সি, এবং এস, পি, সাঁওতাল পরগণা, মৌল
পাহাড়ী মিশনারী হাসপাতাল ও সুনীল রঞ্জন দাশগুপ্ত।
ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে গৃহীত, আর বি মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে
পরিস্ফুটিত। পরিস্ফুটনে ঃ অবনী রায়, রবীন ব্যানার্জী, অবনী মজুমদার ও ফণী সরকার।

: চরিত্রচিত্রণে :

পার্থ মুখার্জী। মহুয়া রায়চৌধুরী। বিকাশ রায়। দিলীপ রায়। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়।
আনন্দ মুখার্জী। পদ্মাদেবী। শিবাণী বসু। নীলিমা দাস শুক্লা কানুনগো। সমরকুমার। গৌর শী।
অশোক মিত্র। কালীপদ চক্রবর্তী। সুনীল দাশগুপ্ত। শংকর মুখার্জী। প্রবোধ সেনগুপ্ত। সুকুমার
ভট্টাচার্য। নারায়ণ চন্দ্র দাস। বুলা সেনগুপ্ত ও মায়া উপাধ্যায়।

পিকচার্স কলিকাতা-৭০০০১৩

কাহিনী

পাহাড়ী শহর রামগড়। "হট্ হাউস" তার শোভা। রাতের আঁধার নেমে এলেই মেয়েপুরুষের দল সেখানে ভিড় করে। বিলিতি বাজনার তালে তালে উদ্দাম নৃত্যে মত্ত হয়ে ওঠে তারা। এই হট্ হাউসের মালিক মিস্টার মুন্সী। তাঁর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় জয়ন্ত, অতি সাধারণ একটি যুবক। বলিষ্ঠ কণ্ঠে সে বলে—'আপনার আসল পরিচয় আমি জানি, আপনার নাম 'অমূল্যচরণ রায়'। ভ্রূকুটি সহকারে মিঃ মুন্সী বলেন— 'অমূল্যচরণ, সে আবার কে ?' জয়ন্ত বলে—'আমার বাবা !' হো হো করে হেসে ওঠেন মিস্টার মুন্সী দরোয়ান ডেকে বার করে দেন জয়ন্তকে। যাওয়ার সময় জয়ন্ত জোরের সঙ্গে বলে—'যা সত্য তা আমি প্রমাণ করবোই।'...

পাহাড়ের কোলে ছোট একটা বসতির এক প্রান্তে জয়ন্তদের বাড়ী। সেখানে থাকে তার মা—যিনি বিধবা! আর থাকে বিবাহিতা দিদি শান্তা, স্বামীর সঙ্গে যার কোন সম্পর্কই নেই। বড় ভাই বসন্ত থাকে কলকাতায়। শিবপুর থেকে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হয়ে বেরিয়েছে। আর দাঁড়ায়। অনেকেই তাকে ভুল বোঝে, ভাবে সে মস্তানি করে বেড়াচ্ছে। তাই তার ভবিষ্যত সম্বন্ধে বিধবা মা চিন্তিত, দিদি শান্তা শঙ্কিত।

জয়ন্তকে বুঝতে পেরেছে একজনই—সে হলো খুশি, জয়ন্ত যাকে ভালবাসে। খুশিও ভালবাসে জয়ন্তকে। খুশি হচ্ছে নিজের খেয়াল খুশিতে চলে খুশি, বাধা পেয়েও বার বার ছুটে যায় জয়ন্তর কাছেই। জয়ন্তরই মত সেও ছন্নছাড়া হতে চায়। খুশির দাদু অবসরপ্রাপ্ত বিচারক মিত্র সাহেব বলেন—'যে একবার বিগ্‌ড়েছে সে আর কখনই ভালো হবে না।'...

জয়ন্ত? পড়াশুনা ছেড়ে বসে আছে। তার—বিশ্বাস এই পড়াশুনার, আজ কোন মূল্যই নেই। সব সময় কিসের এক জ্বালায় জ্বলছে সে, কি এক গোপন রহস্যের অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে। এমনিতে সহজ সরল তার প্রকৃতি, মিথ্যা কথা সে বলে না, সব সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে এমন একটি মেয়ে যে মেপে মেপে চলে না, ঢং করে [illegible]া বলে না, [illegible]প টিপে হাসে না, আর সং-এর মত সাজে না। তার বাবা মা তাকে আধুনিক ছাঁচে গড়ে তুলতে না পেরে পাঠিয়ে দিয়েছে তার দাদু-দিদুর কাছে। কিন্তু তাঁরাও তাকে সামলাতে পারছেন না। প্রাণের উচ্ছ্বাসে

কে বিগ্‌ড়েছে? কারা ভালো হবে না? হট্ হাউসের মালিক মিস্টার মুন্সী—জয়ন্তর বিধবা মা—দিদি শান্তা, তার স্বামী অরুণ—দাদা বসন্ত, তার স্ত্রী মীনাক্ষী বড়লোকের ব্যবসাদার ছেলে রাহুল—খুশি—জয়ন্ত......কে, আজকের এই সমাজে কে সৃষ্টিছাড়া !!!

সঙ্গীত

[১]

আজ আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও।
আপনাকে এই
লুকিয়ে রাখা, ধুলার ঢাকা ধুইয়ে দাও ॥
যেজন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
এই অরুণ-আলোর সোনার-কাঠি ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্ব-হৃদয় হতে ধাওয়া,
আলোয়-পাগল প্রভাত-হাওয়া,
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও ॥
আজ নিখিলের আনন্দধারায় ধুইয়ে দাও,
মনের কোনের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও
আমার পরাণ বীণায় ঘুমিয়ে আছে অমৃত-গান—
তার নাইকো বাণী, নাইকো ছন্দ, নাইকো তান।
তারে আনন্দের এই জাগরণী ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্ব-হৃদয় হতে ধাওয়া,
প্রাণে-পাগল গানের হাওয়া,
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও ॥

[২]

ভালো মানুষ নই রে মোরা, ভালো মানুষ নই—
গুণের মধ্যে ওই আমাদের, গুণের মধ্যে ওই ॥
দেশে দেশে নিন্দে রটে, পদে পদে বিপদ ঘটে
পুঁথির কথা কইনে মোরা উল্টো কথা কই ॥
জন্ম মোদের ত্র্যহস্পর্শে, সকল অনাসৃষ্টি।
ছুটি নিলেন বৃহস্পতি, রইল শনির দৃষ্টি।
অযাত্রাতে নৌকো ভাসা,
রাখিনে ভাই ফলের আশা,
আমাদের আর নাইযে গতি ভেসেই চলা বই ॥

[৩]

আমার মন কেমন করে—
কে জানে কে জানে কে জানে কাহার তরে ॥
অলখ পথের পাখি গেল ডাকি,
গেল ডাকি সুদূর দিগন্তরে ॥
ভাবনাকে মোর ধাওয়ায়—
সাগরপারের হাওয়ায়, হাওয়ায় হাওয়ায়।
স্বপন বলাকা মেলেছে ওই পাখা,
আমায় বেঁধেছে কে সোনার পিঞ্জরে ঘরে ॥

[৪]

আমরা নূতন যৌবনেরই দূত।
আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত।
আমরা বেড়া ভাঙি,
আমরা অশোকবনের রাঙা নেশায় রাঙি।
ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই—
আমরা বিদ্যুৎ ॥
আমরা করি ভুল—
অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে যুঝিয়ে পাই কূল।
যেখানে ডাক পড়ে, জীবন-মরণ ঝড়ে
আমরা প্রস্তুত ॥

পরবর্তী ছবি—

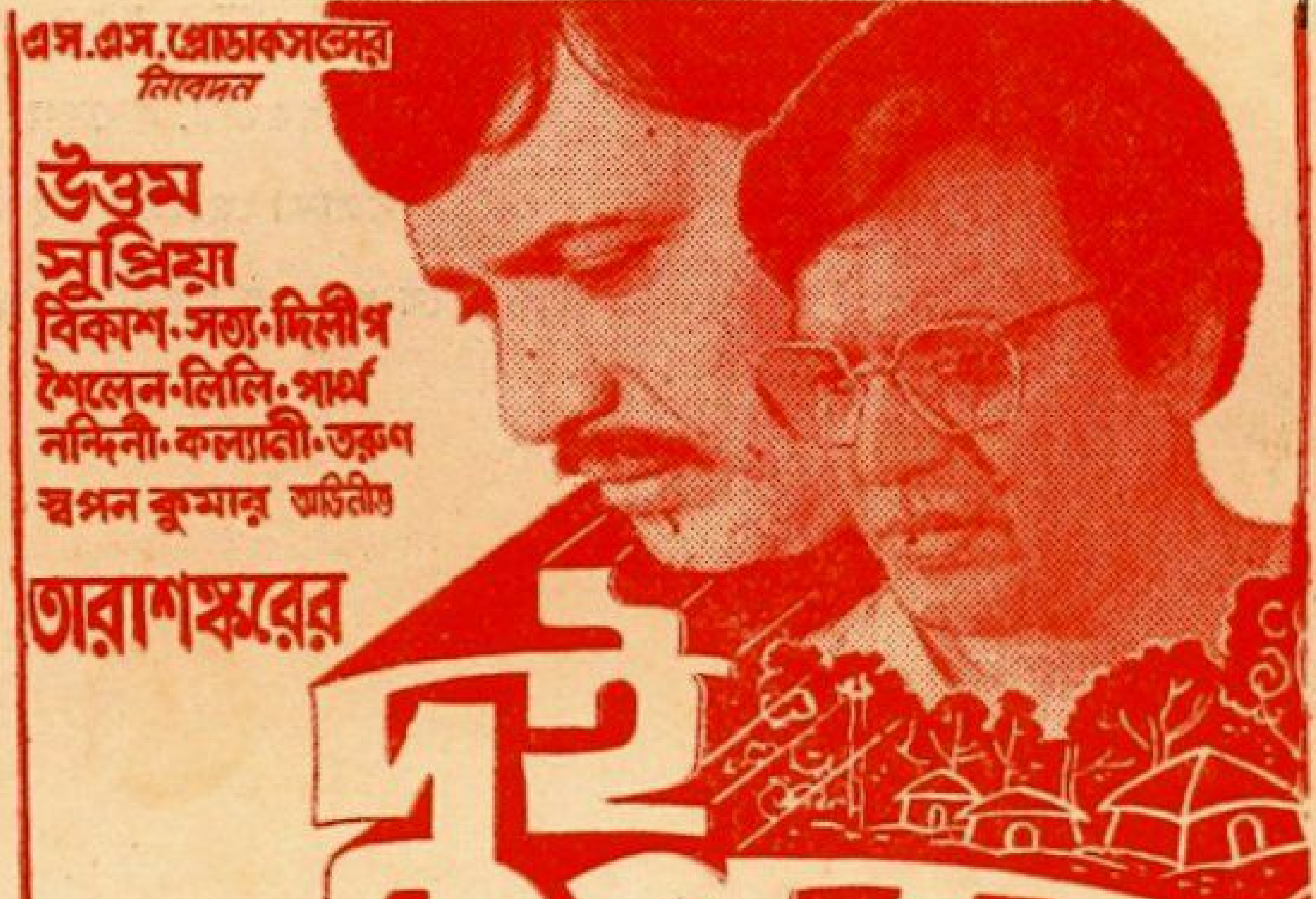

বিশ্ব-পরিবেশনায় :—

মেঘ পিকচার্স

মুদ্রণে : প্রিন্টোরিয়েন্ট, কলিকাতা-৬।